গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বানিয়াচং,হবিগঞ্জ।
Web.www.baniachong.habiganj.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৫.৬০.৩৬১১.০০৫.০১.৫৯৫.১৬.২০- ৫৯৭ তারিখ : ১৭.০৮.২০২০খ্রিস্টাব্দ।

জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন/দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

(বিজ্ঞপ্তি নং-০২/১৪২৭ বাংলা)

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, বানিয়াচং উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন অনুর্ধ্ব ২০একর জলমহাল(বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য) ১৪২৭-১৪২৯ বাংলা সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর অধীনে নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন/দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। আবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত দিনপঞ্জি মোতাবেক অফিস চলাকালীন সময়ে দাখিল ও গ্রহণ করা হবে।

: দরপত্রের দিনপঞ্জি:

আবেদনের পর্যায়	আবেদন/দরপত্র ফরম বিক্রির তারিখ (সকাল ০৯:০০ ঘ: হতে বিকাল ০৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)	আবেদন/দরপত্র দাখিলের তারিখ (বিকাল ৫.০০ ঘ: পর্যন্ত)	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা বেলা ১১:০০ ঘ:	মন্তব্য
১ম পর্যায়	০৬.০৯.২০২০ ও ০৭.০৯.২০২০ খ্রি:	০৮.০৯.২০২০ খ্রি:	০৯.০৯.২০২০ খ্রি:	
২য় পর্যায়	২০.০৯.২০২০ ও ২১.০৯.২০২০ খ্রি:	২২.০৯.২০২০ খ্রি:	২৩.০৯.২০২০ খ্রি:	
৩য় পর্যায়	০৪.১০.২০২০ ও ০৫.১০.২০২০খ্রি:	০৬.১০.২০২০ খ্রি:	০৭.১০.২০২০ খ্রি:	

"শর্তাবলী "

০১। নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় থেকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য ফরম ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা মূল্যে অথবা পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর বিনিময়ে (অফেরতযোগ্য) অফিস চলাকালীন সময়ে ক্রয় করা যাবে।

০২। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবিদের সমিতি যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সে সমিতি বা সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবি ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নহেন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবেন না। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নুতন নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবিদের সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের দরকার হবে না।

০৩। নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সমিতি তাদের সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানাসহ এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন।

০৪। আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বা সমিতিকে জেলা/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

০৫। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

০৬। প্রতিটি জলমহালে বিগত ০৩(তিন) বছরের ইজারা মূল্যের গড়ের উপর ৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য ধার্য করে ইজারা মূল্য ধার্য হবে। এর কম মূল্যে জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

চলমান পাতা ০২

০৭। জলমহাল ইজারার মেয়াদ পহেলা বৈশাখ হতে শুরু হবে। বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারা মেয়াদ পহেলা বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে।

০৮। ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না

০৯। মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি কোন অবৈধ কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা থাকলে এবং ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

১০। আবেদনকৃত জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১১। জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১২। সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথা নিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩। বন্দোবস্ত গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জলমহালের বছর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করবেন। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা নির্বাহী অফিসার সময়ে সময়ে জলমহালগুলোর ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে আইন/বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪। লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তা করে থাকেন তাহলে উক্ত লীজ বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত লীজ গ্রহিতা মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১৫। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলো ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লংঘিত হচ্ছে কি-না সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১৬। কোন মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি/সংগঠন/সমিতি দু'টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবেন না।

১৭। বন্দোবস্ত/ইজারা প্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদন পূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১৮। বন্দোবস্ত/ইজারাকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবনভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৯। যে সকল জলাশয় সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। কোন জলাশয়ে রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

২০। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত গ্রহিতা সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২১। সরকারী জলমহাল ইজারা গ্রহণকারী সমিতি/ব্যক্তি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ইজারামূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর (উৎস কর) প্রদান করবেন।

২২। জলমহাল/খাস পুকুর সমুহ যে অবস্থায় আছে তদাবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। দরপত্র দাখিলে পূর্বেই মহাল সরজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে শুনে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে নয়।

২৩। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষনা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

২৪। ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি বিধান সমুহ ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

চলমান পাতা ০৩

২৫। স্বত্ব মামলাভূক্ত জলমহাল/খাস পুকুরের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদানের বিষয়ে বিধি নিষেধ আরোপিত না থাকলে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২৬। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন স্বত্ব মামলার উদ্ভব হলে /কোন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। কোন জলমহাল/খাস পুকুর ইজারা কার্যক্রমের পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২৮। যে সমস্ত জলমহালের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা/আদালত কর্তৃক স্বত্ব মোকদ্দমা/কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বারিত করা হয়েছে সে সমস্ত জলমহাল/খাস পুকুর এ বিজ্ঞপ্তির আওতামুক্ত থাকবে অর্থাৎ সে সমস্ত মহালের ক্ষেত্রে এ বিজ্ঞপ্তির কার্যকারিতা থাকবে না।

২৯। সর্বাবস্থায় সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুসরণ করা হবে। অর্থাৎ এই নীতিমালার আলোকে বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৩০। সর্বক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৭/০৮/২০২০

মাসুদ রানা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বানিয়াচং,হবিগঞ্জ।
ফোন-০৮৩২৪-৫৬০০৩,ফ্যাক্স-০৮৩২৪-৫৬১৯৪
ই-মেইল : unobaniachong@mopa.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৬০.৩৬১১.০০৫.০১.৫৯৫.১৬.২০- ৫৯৭(৭০৩) তারিখ:১৭.০৮.২০২০খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

০১। মাননীয় সংসদ সদস্য, হবিগঞ্জ -২ নির্বাচনী এলাকা।
০২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ।
০৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
০৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), হবিগঞ্জ।
০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ...জেলা হবিগঞ্জ।
০৬। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ও সদস্য সচিব, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি,বানিয়াচং , হবিগঞ্জ।
০৭। সাব রেজিষ্ট্রার, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
০৮। চেয়ারম্যান, ...(সকল) বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তাঁকে হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৯। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
১০। সম্পাদক,.দৈনিক আয়না,পত্রিকা,হবিগঞ্জ। তাঁকে স্বল্প পরিসরে পত্রিকার ভিতরের পাতায় সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি পত্রিকায় ০১(এক) দিন প্রকাশ করার এবং প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ০৩(তিন) কপি পত্রিকা বিলসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, বরাদ্দ প্রাপ্তির পর বিল পরিশোধ করা হবে।
১১। উপজেলা.....অফিসার ও সদস্য, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, হবিগঞ্জ। উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তাকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ...(সকল) ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ। তাঁকে হাট-বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৭/০৮/২০২০

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বানিয়াচং,হবিগঞ্জ।

পরিশিষ্ট-"ক"

১৪২৭-১৪২৯ বাংলা সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা:

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	মৌজার নাম	দাগ নং	পরিমান	সরকারি ইজারামূল্য	মন্তব্য
০১	পদ্মা(রূপাপৈল) বিল	রূপাপৈল	৫৩, ৩০, ৪৩৮	১৩.৭১ একর	২৯,৮০৩/-	